OPEN ACCESS *Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 18
Website: https://tirj.org.in, Page No. 147 - 152
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, published on July 2024, Page No. 147 - 152
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

কথা সাহিত্যিক বিমল করের ছোটগল্প বনাম রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

রুমা পারভীনারা
গবেষক, তুলনামূলক সাহিত্য
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : parvinararuma@gmail.com

Received Date *16. 06. 2024*
Selection Date *20. 07. 2024*

Keyword
Political change, Naxalite movement, imperialist conspiracy, conflict of love-dislike, capitalism.

Abstract
Politics in the history of West Bengal and India is like the ringing of a temple bell. The bell that once struck echoes through all the world. Similarly, once politics starts, its influence spreads in every field of the world. And this is how this politics has been changing at every level from the post-independence period to the present day. In the meantime, the field of politics has strengthened based on the Naxalbari movement of the six decades and this politics has created a huge gap between the urban and rural areas in the nineteenth century. This politics has become a matter of great challenge between the educated and the uneducated. Where the educated society is not getting due respect due to lack of jobs or they are being questioned about respect, merit etc. At present, due to this politics, this educated society is constantly being corrupted by uneducated people in power. Various writers such as Samaresh Basu, Mahasweta Devi, Samaresh Majumdar, Shaibal Mitra, Abhijit Sen etc. have observed the picture of these events of politics in a very beautiful way. Similarly, their successor Bimal Kar did not stop. He has quite influenced the political level in his writings. In his writings, the struggle to sustain existence, the tension of love-dislike, the conflict of life and death have come up.

Discussion

ভূমিকা : কথা সাহিত্যের বিবর্তনের ইতিহাস যেমন তার ফর্মের ইতিহাস তেমনি ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির কিংবা ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের অন্তর্বর্তী যোজকটিরও বিবর্তনের ইতিহাস থাকে - যাকে বলা যায় সম্পর্ক। এই সম্পর্কের ভিত্তিতেই চরিত্র, মূল্যবোধ প্রভৃতির বিবর্তন ঘটে। আবার পর্বতের বিশুদ্ধতায় জন্ম নেয় যে নদী সেই নদী যখন সমতল ভূমিতে এসে পৌঁছায় তখন তার চরিত্র, জলের রং সবই বদলে যায়। ঠিক তেমনি ভাবেই নৈতিকতা, মূল্যবোধ, সংস্কার, অস্তিত্ব বেঁচে থাকার প্রবণতা প্রভৃতি ক্ষেত্রে পরিবর্তনের ফলে মানবিক সংস্কারগুলির মধ্যে ঘটে নানা রূপান্তর এবং এই রূপান্তরের বিবর্তনই ছোট গল্পের পরিসরের মধ্যে বর্ণিত হয়ে সাহিত্য জগতে এবং পরবর্তীতে তা ক্রমান্বয়ে সাহিত্য জগত থেকে মানবিক জগতে উঠে আসে। আর এই সব কিছুই সাহিত্য পর্যালোচনা, পর্যালোচকদের লেখার মধ্যে দিয়ে উঠে এসেছে। সেই সব পর্যালোচকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন পাঁচ-ছয়ের দশকের অন্যতম কথা সাহিত্যিক বিমল কর (১৯২১-২০০৩)।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 18
Website: https://tirj.org.in, Page No. 147 - 152
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

চারের দশকের শেষ ভাগেই গল্পকার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন এই কথা সাহিত্যিক বিমল কর। তবে তাঁর পায়ের তলার জমিটি ক্রমশ শক্ত হয় পাঁচের দশকে পৌঁছে। তাঁর ছোটগল্পগুলির মধ্যে নাগরিক জীবনের পটভূমিকায় বিচ্ছিন্নতার সংকট, প্রেম অপ্রেমের সম্পর্কের পাশাপাশি জীবনের মাত্রায় মৃত্যুকে রেখে জীবনকে বুঝে নিতে চান ক্ষমতার দ্বন্দ্বের রাজনীতিতে। সাহিত্যিক হিসেবে তিনি কখনো প্রবল ভাবে বাস্তবের মাটিকে ঘেঁসে চলেছেন আবার কখনো বা চাঁদের অলৌকিক জ্যোৎস্নার মত তাঁর সাহিত্যকে ঘিরে থাকে মিষ্টিক চেতনা। ঠিক তেমনি এই সব বিষয়কে সাজুয্য রেখে তাঁর গল্পগুলিকে নিম্নে তুলে ধরা হল। যেমন- ‘সে’ (১৯৭১), ‘ওরা’ (১৯৭৩)।

‘সে’ : রাজনৈতিক প্রসঙ্গ -

গল্পকার বিমল করের একটি বিখ্যাত গল্প হল ‘সে’। এটি ‘দেশ’ পত্রিকায় **১৯৭১** সালে প্রকাশিত হয়। এ সময়ে সমস্ত কলকাতা শহর প্রায় আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখে পরিণত হয়ে গেছে রাজনৈতিক বিধ্বস্ততার জেরে। মূলত এই গল্পটির প্রেক্ষাপট সমৃদ্ধ হয়েছে সেই ছয়ের দশকের নকশাল আন্দোলন বিধ্বস্ত কলকাতার দগ্ধ গলিত ছবিতে। আর এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ক্ষমতাধারী উচ্চপদস্থ সমাজের নিরাপত্তাহীনতার কথা। এ সময়ের যুব সম্প্রদায়ের একাংশ তাদের স্বপ্নের সমাজ গড়ে তুলতে এক উন্মত্ততার স্রোতে গা ভাসিয়েছে। এছাড়া গল্পটিতে লেখক স্বাধীনতার পরবর্তী সাতের দশকের সমকালীন কলকাতার উত্তাল ঝোড়ো ভয়ঙ্কর ছবিও এঁকেছেন। এ সময় বাতাসে বারুদের গন্ধ ম ম করছে আর পায়ে পায়ে বিপদ। সকলের মধ্যে ভয় আর উৎকণ্ঠা সবই এই গল্পের আঙিনায় ধরা পড়েছে সূক্ষ্মভাবে।

পারিবারিক সুখে শান্তিতে থাকা সত্ত্বেও উত্তম পুরুষের জবানিতে ‘আমি’ অর্থাৎ কথক এক শীতের সকালে কোনো এক অখ্যাত যন্ত্রণা নিয়ে জেগে ওঠেন। তাঁর কাছে যেন নিজের বিছানা, ঘর সবই অপরিচিত মনে হতে লাগল। তাঁর মনে হল–

> “...কাল একটা ঘটনা ঘটে যাবার কথা। তাহলে কি সেটা ঘটেনি?”[১]

এখানে কথক বিবেকের তাড়নায় একটা অস্বস্তিতে পড়েছেন। তিনি নিজের পরিচ্ছন্ন বিছানার চাদরে খোঁজেন কোন রক্তের দাগ, নিজের শরীরের ক্ষত চিহ্ন।

কথক অফিসে বসে তাঁর স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তবকে মিলিয়ে দেখার মধ্যেও একটা ভয়, সংকোচের মধ্যে পড়েছেন। কারণ চারিদিকে তখন দাঙ্গা, খুন, মারামারি চলছে। এমনই সময়ে অফিসের কেরানির মুখ থেকে শোনা যায় –

> “মার্ডার। ক্লিন মার্ডার। একেবারে ওর বাড়ির কাছেই। কটা ছেলে মিলে আর একটা ছেলেকে লোহার রড দিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেলল।”[২]

এমন ভাবে বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন হিংসাত্মক ঘটনা, ঘুষের টাকার গোপন খাম সবই যেন তাঁর কাছে ঝাপসা লাগছে। অর্থাৎ শাসক গোষ্ঠী নিজেদের সুখের জন্য চোরাপথ, অনৈতিক উপায় অবলম্বন করেছেন। উপন্যাসের এক চরিত্র পালিত সাহেবও গোপনে ব্যবসা করেন।

এই গল্পের ‘সে’ ছেলেটি আমাদের পরিচিত চৌহদ্দির ঘরে বাইরে দেখা যায়। মানসিক বঞ্চনা ও সামাজিক অত্যাচারের শিকার হয়ে এইসব ‘সে’ ছেলেরা নীতি-নৈতিকতা হারিয়ে ফেলছে। ফলত রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ফুটে উঠেছে এইসব চরিত্র পরিচয়ের মাধ্যমে–

> “...এক কোপেই সাবাড় করে দিয়েছে, কসাইয়ের দোকান থেকে চপার এনে মেরেছে শুনলাম। হরিবোল। অন্যটা গিয়েছে ডিরেক্ট বোমার হিটে। বুটের উপর হিট হয়েছিল, এ বোধ হয় পলিটিক্স করতো... বেশি বয়স নয়।”[৩]

গল্পকথক রাত্রে স্বপ্নে যে ছেলেটাকে দেখেছেন বাস্তবে তাকে আঁতিপাতি করে খুঁজেছেন। এই ছেলেটি ‘আদিত্য’ নামধারী গল্পে ‘সে’ চরিত্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। আর এই ছেলেটি চাকরির জন্যই কথক অর্থাৎ পালিত মহাশয়ের

কাছে এসেছিল। কিন্তু পর্যাপ্ত উপদেশ দানে 'সে' ছেলেটিকে বিদায় জানাবার সময়ই গল্পে উল্লেখিত কাহিনীতে প্রত্যক্ষ ভাবাদর্শতার ছবি ফুটে উঠেছে –

> "...তারপরেই বুঝতে পারলাম, আদিত্য তার ডান হাতে একটা লম্বাটে ছুরি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মনে হল ও যেন স্প্রিং টেপার পর ছুরির ফলাটা লাফ মেরে খাপ থেকে বেরিয়ে এসেছে। ...ততক্ষণে আদিত্য আমার দিকে ঝুকে পড়ে প্রথম আঘাত হানল। আমি ডান হাত বাড়িয়ে বাঁচাতে গেলাম। ছোরার ফলা আমার হাতের আঙুলে লাগল। হয়তো আমি চিৎকার করে উঠেছিলাম। আদিত্য আবার মারলো। এবারেও ডান হাতের তালুতে লাগল। ...আমার হাত দিয়ে গল গল করে রক্ত বেরোতে লাগল, শেষবারের মতন যখন সে মারছে আমি তখন মুখ বাঁচাবার চেষ্টা করছিলাম।"[৪]

এই আদিত্যের আবির্ভাব ঘটেছিল গল্পের মাঝামাঝি সময়ে, যেখানে দেখা গেছে সে কিছুটা দুর্বল, অন্যমনস্ক, চিন্তাগ্রস্ত আবার কিছুটা নিষ্প্রাণ। বর্তমান সময়ের সামাজিক, রাজনৈতিক পরিস্থিতির শিকারে আদিত্যর মতো শিক্ষিত যুবকরা সরকারের অবহেলায়, অনৈতিকতায়, বেকারত্বের পর্যায়ে পৌঁছেছে। এজন্যই চাকরি পাওয়ার ব্যাপারে হাজার চেষ্টার পরেও ব্যর্থ হয়ে হচ্ছে। ফলত এই আদিত্যরা ক্রমশ পরিণত হয়ে যাচ্ছে লাম্পট্যে, মানসিক বিকারগ্রস্ততায়, আর এভাবেই তাদের মধ্যে ক্রমশ একটা চাপা ক্ষোভ তৈরি হচ্ছে সরকার, পুঁজিবাদী গোষ্ঠীর উপর। সে কারণেই আদিত্য সুবিধাবাদী, স্বার্থপর পালিতের মুখোমুখি হয়েছে এবং লম্বা ছোরা বার করে অনভ্যস্ত হাতে এলোপাথাড়ি কোপ চালাতে শুরু করে। অর্থাৎ এই পালিত সাহেব সমস্ত শিক্ষিত যুব সম্প্রদায়ের কাছে শ্রেণি শত্রু। এরা ক্ষমতা লাভ করে বুর্জোয়াতন্ত্রের সাথে হাত মিলিয়ে নিজেদের স্বার্থ আদায় করছে। নিজেদের পেট মোটা করছে, নিজেদের বিলাসিতার চমক বাড়াচ্ছে। অসহায়, নিম্নবিত্তীয় মানুষদেরকে চাকরি দেওয়ার নাম করে ঘুষ নিয়ে চোরাপথে সোনা কিনছে আবার এরাই ক্ষমতাশালী বলবান হয়ে উঠে নিজেদেরকে সমাজে গণ্যমান্য মানুষ হিসাবে দাবি করে। আর এ কারণেই ছয়ের দশকের শিক্ষিত যুব সম্প্রদায়গণ ক্ষেপে উঠে এই অনৈতিকতা, ক্ষমতার অপব্যবহারকে দমন করতে চেয়েছিল। এরা রাজনৈতিক তোষণকৃত মানুষদের মুখের কুরুচিকর আদলকে নগ্ন করে দিতে চেষ্টা করেছিল। আর এভাবেই যেন লেখক কাহিনী ব্যক্ত করার মাধ্যমে অবচেতনে নিজেকেই খুন হতে দেখেছেন।

বর্তমান সময়ের সামাজিক, রাজনৈতিক পরিস্থিতিই দায়ী সমাজকে বেকার, খুনি, চোর, দস্যু তৈরি করার জন্য। এখানে মূলত দায়ী করা হয় লোভী, অহংকারী পেটি-বুর্জোয়াতন্ত্র, ক্ষমতাশালী মানুষদেরকে। যারা শিক্ষিত যুবসমাজকে বঞ্চিত করে নিজেদের স্বার্থ সঞ্চয় করছেন। তাই এর প্রতিকারী, প্রতিবাদী সত্ত্বা হিসাবে শিক্ষিত আদিত্য চরিত্রকে উপস্থাপিত করা হয়েছে –

> "সেই মুহূর্তে আদিত্যর চোখের দিকে আমার নজর পড়লো। ঘৃণায় দুটি চোখ জ্বলে যাচ্ছে। এমন ঘৃণা আমি আর কখনও দেখিনি। অকৃত্রিম পৈশাচিক ঘৃণা। এই ঘৃণার যেন শেষ নেই। কতকাল ধরে জমে জমে যেন পাথরের মত কঠিন হয়ে গিয়েছে। তার ঘাড় এবং কাঁধ কি শক্ত বেয়াড়া ঘোড়ার ঔদ্ধত্যের মতন দেখাচ্ছিল। আদিত্যর ঠোঁট খুলে দাঁত বেরিয়ে এসেছে। ভীষণ নির্মম নিষ্ঠুর দেখাচ্ছে। তার চোখ থেকে আমি দৃষ্টি সরিয়ে ওর হাতের ছোরার দিকে তাকালাম, ভগবান জানেন, এই রকম এক বিপদজ্জনক মুহূর্তেও আমার কেন যেন মনে হল আদিত্যর চোখ ওর হাতের ছোরার চেয়েও অনেক বেশি ভয়ংকর ধারালো। ওর ঘৃণায় কোন দ্বিধা নেই, দুর্বলতা নেই, যেন আজন্মকাল নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মতন ওটা ওর রয়েছে এবং দিন দিন বেড়ে উঠেছে।"[৫]

গল্পের কথক পালিত সাহেবের মনে হতে লাগল তিনি খুবই শান্তিতে মানুষ হয়েছেন ছোটবেলায়। আবার বর্তমানে সাফল্যের স্তম্ভগুলি ঘুষের টাকা, পার্সোনাল সেক্রেটারির সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক প্রভৃতি নৈতিকতাহীন কাজ কারবারের মধ্য দিয়ে দিন চলে যাচ্ছে। আর এই স্বপ্নে দেখা 'সে' ছেলেটি অর্থাৎ আদিত্যরা রাজনৈতিক নীতি নিয়ম ভ্রষ্টতার শিকার হয়ে

লাম্পট্য, চপার, বেকার হয়েছে। তারা সরকারের অনিয়মের কারণে বেকারত্বের জ্বালায় ভুগছে। এর ফলে তারা সমাজ বিরোধী কাজকর্মে লিপ্ত হয়েছে। এজন্যই পালিত এটাও ভেবেছেন যে তিনি, মুখার্জী-দত্ত-গুপ্তের মতো সুবিধালোভী, ঘুষখোর মানুষেরা সমাজের সত্যই ঘৃণ্য। কারণ এঁনারা নিম্নবিত্ত মানুষ, শিক্ষিত যুবকদেরকে বিভিন্ন দিক থেকে বঞ্চিত করে রেখেছেন। ঘুষ নিয়ে নিজেদের ছেলেদের, মেয়েদের প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছেন। তাই গল্পকথক পালিত মহাশয় এক ব্যাপকতর দ্যোতনার মাধ্যমে বুঝিয়ে দিয়েছেন ছয়-সাতের দশকের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে আত্মঘাতী তরুণেরা পূর্ববর্তী প্রজন্মের নীতি জ্ঞানহীনতা ও ভোগবাদীদেরই আত্মজ। আর এজন্যই কথক যেন আদিত্য সম্পর্কে নানা উপদেশ অনুদেশ দিয়েছেন–

> “...আদিত্যর চোখে যে অকৃত্রিম ঘৃণা সে দেখেছে, তাকে তার যথাযথ বলে মনে হয়। আদিত্যদের প্রতি তার আন্তরিক উপদেশ, এই ঘৃণাকে বিশৃঙ্খল প্রতি হিংসা চরিতার্থতায় ব্যয় না করে তারা যেন সংহত ভাবে সঠিক স্থানে আঘাত হানে। তাদের ব্যর্থতা বা সাফল্যের উপর নির্ভর করে আছে মানব সমাজের ভবিষ্যৎ।”[৬]

এই ‘সে’ গল্পটিতে বর্ণিত হয়েছে ছয়-সাতের দশকের উত্তাল সময়ের পরিস্থিতির শিকারগ্রস্ত তরুণ যুবকেরা ঘৃণিত ব্যবহার নিয়ে ক্ষমতাধারী রাজনৈতিক পুষ্ট সমাজপতি, পুঁজিবাদী তন্ত্রের বিরুদ্ধে আঘাত হেনেছে। এছাড়া গল্পকার আরও দেখিয়েছেন উপমা স্বরূপ ভাঙ্গা আয়নার সামনে দাঁড়ানো নিম্নবিত্তীয়, উচ্চবিত্তীয় মানুষগুলো কেমন টুকরো টুকরো হয়ে পরিণত হয়েছে অনেকগুলো মানুষে। যেখানে কারও জৈবিক সত্তা নিয়ে জন্ম হচ্ছে দুঃখ, অসহায়গ্রস্থ মানবসত্তা হিসাবে আর অন্যদিকে কারও জন্ম হচ্ছে ক্ষমতাবান, অর্থলোভী, বিত্তবান নীতি-নৈতিকতা বর্জিত মানুষ হিসাবে।

‘ওরা’ : রাজনৈতিক প্রসঙ্গ -

কথা সাহিত্যিক বিমল করের আরও একটি রাজনৈতিকধর্মী গল্প হল ‘ওরা’। এটি শারদীয়া ‘আনন্দবাজার’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় অক্টোবর, ১৯৭৩ সালে। এই গল্পে স্থান পেয়েছে দেশভাগের পরবর্তী সাতের দশকের বিশেষত নকশালবাড়ি আন্দোলন, খাদ্য আন্দোলনের মতো বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনাগুলি। বিভিন্ন ধরনের রাজনীতি বিক্ষুব্ধতা ঘটে থাকে সময়ের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক পরিস্থিতির নিরিখে। তাছাড়া একজন ব্যক্তির মনের দ্বন্দ্ব ও পাপ বোধের অসহ্য পীড়নের ছবিও ফুটে ওঠে এই রাজনীতির প্রেক্ষিতে। এই ‘ওরা’ গল্পটিতে লেখক দেখিয়েছেন মাফিয়াবাজ সৃষ্টিকারী ক্ষমতালোভী, বর্বর, অমানুষ কিছু নীতি-নৈতিকতা বর্জিত মানুষগুলোকে।

এছাড়া এই গল্পে কথক প্রমথ ছাড়াও গোপীনাথ, ফুলেশ্বর কেষ্টগুপ্তসহ মোট চারজন মানুষের উদ্যত গমন চারটি দলের শীর্ষ নেতা হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। এরা নিজেরা নিজেরা যে যার জায়গায় শক্তিশালী হয়ে উঠতে চায়, নিজেদের দলকে শক্তিশালী করে তুলতে চায়। এক্ষেত্রে এরা ক্ষমতালাভের জন্য সমাজবিরোধীদের জন্ম দেয়। নিজেদের ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার জন্য পুলিশের সাথে, পুঁজিবাদ তন্ত্রের সাথে, ক্ষমতাধারী সরকার গোষ্ঠীর সাথে সমঝোতা করে নিজেদের জীবনকে ছকে বেঁধে নিয়েছে। নিজেদের আখের গোছানোর জন্য তাদের কাছে মামুলি ব্যাপার হয়ে গিয়েছিল অনৈতিকতা, চৌর্যবৃত্তি, ক্ষমতার অপব্যবহার করাটা। আবার চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে মানুষের কাছ থেকে ঘুষ নিতেও যেমন হাত কাঁপেনা তেমনি আবার তাদেরকে তৎক্ষণাৎ চাকরি থেকে ছাঁটাই করতেও দ্বিধাবোধ করেন না। এরকম ব্যবহারের মাধ্যমেই চার ব্যক্তি একজন সমাজ বিরোধী খুনের কারণে নিজেদের নিরাপত্তা খুঁজতে গিয়ে প্রলোভনের শিকার হয়ে পড়ে। ফলত তারা এক বাড়িতে আটক হয়ে পড়ে। এই বন্দীদশা থেকে নিজেদেরকে বাঁচানোর জন্য একে অপরকে সন্দেহ করতে থাকে। তখন তাদের মধ্যে শুরু হয় ঝগড়া, মারামারি, তর্ক-বিতর্ক। এরাই একসময় মানুষকে মূল্য দিত না। তাদেরকে প্রতি পদে পদে ঠকিয়েছে। কিন্তু আজ সময়ের নিরিখেই নিজেরাই ঠকে গেছে।

এই গল্পে পান্না মস্তান বোমার আঘাতে মারা যাবার পরের দিন তাদেরই স্রষ্টা ও নিয়ন্ত্রক গুপীমোহন, ফুলেশ্বর, কেষ্টগুপ্ত এবং প্রমথ নামের চারজন ব্যক্তি প্রচন্ড উদ্বেগে ভুগছে। তারা চারজন মৃত পান্না মস্তানের সাকরেদদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছে। রহস্যজনকভাবে এই চারজন লোককে একটি গুপ্ত জায়গায় ডেকে আনা হয় পান্নার সাগরেদ বাপ্পার সঙ্গে দেখা হবে বলে। সেই কোন সকাল থেকে ওই চারজন। তাদের অসৎ রোজগার ও তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 18
Website: https://tirj.org.in, Page No. 147 - 152
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বজায় রাখার জন্য পান্নার মত লুম্ফেনদের তৈরি করেছে। কিন্তু প্রলোভনের শিকার করে তাদেরকে একটি ঘরে বন্দী করে রাখা হলো। সেই ঘরের অসহ্য দমবন্ধ পরিবেশে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা এবং পারস্পরিক দোষারোপ থেকেই তাদের ন্যাক্কারজনক জীবন ও জীবিকার পরিচয় ক্রমে উন্মোচিত হয়। সেই শ্বাসরোধকারী ঘরে চারজনের কাছে অচেনা কণ্ঠে রহস্যময় টেলিফোন আসে বারবার – 'এরপর কি? What next?' সমাজে যারা দুর্বৃত্তদের তৈরি করেছে নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য সেই সব মস্তান স্রষ্টারা আজ যেন এক অদৃশ্য বিচারকের কাঠগড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে –

> "সেই গুম গুম শব্দটা আশ্বিনের এই রাত্রের বাতাসকে ভয়ংকর ভারী এবং গুমোট করে ঘরে ঢুকে ছিল। মনে হচ্ছিল, কোন এক অন্ধকার থেকে, দূরত্ব থেকে কারা যেন রণবাদ্য বাজাতে বাজাতে এগিয়ে আসছে। আমরা চারটি সন্ত্রস্ত, শঙ্কিত, ভীত, মৃতপ্রায় লুব্ধ প্রবীণ এই ভয়ংকর ফাঁদে আঁটকে পড়ে প্রাণপণ চেষ্টা করছি শ্বাস প্রশ্বাস নেবার জন্য। আমাদের পরমায়ু ভিক্ষার কী আকুতি।"[৭]

অতএব, সমাজে রাজনীতির দ্বন্দ্বে অর্থাৎ ক্ষমতার দ্বন্দ্বে ক্ষমতাবান, রাষ্ট্রশক্তির মানুষ, পুঁজিবাদী গোষ্ঠীর মানসিকতা, কার্যকলাপ সবসময়ের জন্য নিম্নবিত্তীয়দের কাছে শঙ্কার, মূল্যহীনতার, শোষিত হওয়ার ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত থাকতো। সেখানে তাদের কাছে নিম্নবিত্তীয়দের কোন সম্মান, মূল্য, সুযোগ সুবিধা দেওয়া হতো না। তাদের কষ্টকে কখনও বোঝার চেষ্টা করে না। যারা ক্ষমতাকে অপব্যবহার করে নিম্নবিত্তীয়, গরিব মানুষদেরকে নির্বিচারে হত্যা করে, সম্পত্তি বিনষ্ট করে তারাই নিজেদের বন্দীদশায় এসব কিছু অনুভব করতে পারছে। এখানেই লেখক যেন বুঝিয়ে দিয়েছেন স্বপ্ন কামনার উপর নির্ভর করে পান্নাদের মত মানুষদের অপমৃত্যু হয় অন্ধকার জগতে। ওরা নিজেরাই নিজেদের বিপদ ডেকে নিয়ে নিজেদেরকেই সঁপে দেয় মুখোশধারী মাফিয়াদের হাতে। আর এমন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে এই মাফিয়াদের দল সৃষ্টি হয় মস্তান দলে। তাই পান্নার মৃত্যুর পর তার ছেলেদের দ্বারা বন্দী হয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে পূর্বকৃত অন্যায়ের অপকর্মকে –

> "মজাটা কি জানো, জামা পাল্টালে লাল হলুদ বোঝা যায়। কিন্তু গায়ের চামড়া যে একই রকম থাকে, পান্নাটা যে মর্গে পড়ে আছে, তার গায়ের কালো চামড়া দিয়ে বোঝানো যাবে না সে কবে তোমার ছিল কবে কেষ্টদের আবার কবে প্রমথদের।"[৮]

বিমল কর তাঁর এক সাক্ষাৎকারে 'ওরা' গল্প সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন– 'এ লেখার মধ্যে যদি কোন মতবাদ আমার থেকে থাকে, তা হল মানবিক মতবাদ।' নকশাল আন্দোলনের হিংসা ক্ষুব্ধ পরিস্থিতি, মানুষের মধ্যেকার হিংসা, ক্রোধ, মারামারি, মৃত্যু বিষয়-আশায়ের ক্ষয়ক্ষতিসহ বিভিন্ন রাজনীতি বিক্ষুব্ধ হিংসাত্মক পরিস্থিতির মধ্যেই লেখক মানবিকতার দৃশ্যকে ফুটিয়ে তুলেছেন।

বিমল করের দুই গল্প 'সে' এবং 'ওরা' গল্পের মধ্যেকার সাদৃশ্যতা এবং সমাজবাস্তবতা ও তার থেকে মুক্তির দিশা -

বিমল করের 'সে' এবং 'ওরা' ছোটগল্পে দেখা গেছে সম সাদৃশ্যতা। সেখানে উঠে এসেছে স্বার্থই মূল রহস্য। আর এই স্বার্থকে চরিতার্থ করার জন্য যে কেউ ছুটে চলেছে সময়ের স্রোতকে ব্যবহার করে। বিশেষত সমাজের ক্ষমতাধারী মানুষগুলো তাদের 'গলা থকে নলা' পর্যন্ত পূরণ করার জন্য নিজেদের অনৈতিকতারা মন্ত্রকে কায়ক্লেশে চেষ্টা করেছে ধরে রাখার জন্য। তারা এর জন্য নিম্নবর্গের, নিম্নবিত্তীয় মানুষের মুখের গ্রাসকে কেড়ে নিতেও দ্বিধান্বিত হয়না। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থাও ঠিকই পূর্বের ধারা মেনে চলে আসছে এবং নিজেদের স্বার্থকে সমুন্নত করছে সমাজকে সাক্ষী রেখে। প্রকৃতপক্ষে এই সমাজে কেউই থাকছেনা সঠিক বিচারক হিসাবে। কেউ হতে পারছেনা নিম্নবিত্তীয় মানুষের সঠিক বিচারক।

তবে এই সমাজকে সঠিক মাত্রায় সাজাতে গেলে অবশ্যই দরকার নিজেদের মানবিকতা, মানসিকতার মত বদল করা। যদি তা সম্ভব হয় তবে এ সমাজ একদিন যোগ্য হয়ে উঠবে শিশুর যোগ্য মানসিকতা ও মানবিকতা নিয়ে বড়ো হওয়া এবং সমাজের পালাবদল ঘটবে সুশৃঙ্খল ভাবে তাদের দ্বারাই। তখনই সমাজে নিম্নবিত্তীয় মানুষরা নিজেদের আক্ষেপকে ভূলুণ্ঠিত করে সুস্থ স্বাভাবিক হিসাবে বেঁচে থাকতে পারবে। তখনই 'এ সমাজ বাসযোগ্য হয়ে উঠবে যোগ্যতার শীর্ষক হয়ে।

পরিশেষে বলা যায় যে, বিখ্যাত সাহিত্যিক বিমল করের 'সে', 'ওরা' ইত্যাদি ছোটগল্পের মাধ্যমে প্রত্যক্ষিত হয়েছে সমাজের বিকলাঙ্গ চিত্র। পাশাপাশি দৃশ্যত হয়েছে প্রেম, ক্ষুধা, তৃষ্ণা ইত্যাদি বিষয়গুলিও। কিন্তু এখানে গবেষণার নির্বাচিত বিষয়কে সাযুজ্য রেখেই গল্পগুলির বিষয়কে বিশেষত রাজনৈতিক বিষয়গুলিকে উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে। সুতরাং রাজনীতি বিষয় হিসেবে 'সে', 'ওরা' গল্পগুলিতে উঠে এসেছে সমাজের উচ্চস্তর ও নিম্নস্তর, ধনী, গরিব, উচ্চবিত্ত, নিম্নবিত্তের মধ্যেকার বিস্তর ফারাক। উচ্চবিত্ত সম্পন্ন ক্ষমতাধারী রাজনীতির কাছে নিত্যই শোষিত নিপীড়িত হচ্ছে সমাজের নিম্নবিত্তীয় শ্রমজীবী মানুষরা এবং তারা লাঞ্ছিত হচ্ছে প্রতি পদে পদে। ক্ষমতাধারী মানুষরা তাদের স্বার্থ মতো ব্যবহার করছে এই নিম্নবিত্তদেরকে। তাদের কাজ দেওয়ার নাম করে প্রবঞ্চিত করছে। আবার দেখা গেছে নিম্নবিত্তীয় কায়িক শ্রমিকরা অন্নের জন্য অন্যত্র কাজের সন্ধানে গেলেও সমাজের উচ্চবিত্তীয়দের কাছ থেকে লাঞ্ছিত, প্রতারিত হয়ে আবার ফিরে আসছে নিজ গ্রামে। আবার উপন্যাস বা গল্পগুলিতে দেখা গেছে নীতি নৈতিকতাহীন কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত বর্বর সমাজে শিক্ষিত যুব সম্প্রদায়ের জন্য কোন কর্মস্থল নেই। ফলত তারা বেকার হয়ে পড়ছে এবং এর থেকে হতাশাগ্রস্থ হয়ে কেউ চৌর্যবৃত্তি ধারণ করছে, কেউ মানসিক বিকারগ্রস্ত হয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে। আর এজন্যই দায়ী এই উচ্চবিত্ত, ক্ষমতাধরী রাষ্ট্রশক্তি, সরকার পক্ষ। এছাড়াও দায়ী বুদ্ধিজীবী মহল, দায়ী সমাজের স্বার্থপর তোষণ ও শোষণ নীতির নির্ধারক শোষক শ্রেণিগুলো। এজন্যই কথার প্রসঙ্গে স্ব মন্তব্যে বলার ইচ্ছে লোভী সমাজ ও শিক্ষিত বেকারের যন্ত্রণার পরিপূরক সাযুজ্য স্ব উদ্ধৃতি –

"শিক্ষিতগণ,
সারাদিন লাইনে, দুই পায়ে দাঁড়ায়ে
আশার হাত বাড়ায়ে;
তবু চাকরির খোঁজ নাইরে;
কাজই যখন নেই
শিক্ষিত হয়ে লাভ কীরে,
এদেশে থাকলে, কীভাবে চাকরি পাই,
উপায় তো আর নেই;
তাই এ কলঙ্কের দেশ ছেড়ে পালাই রে।"

Reference:

১. কর, বিমল, *পঞ্চাশটি গল্প,* কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ২০২০, পৃ. ৫১১
২. তদেব, পৃ. ৫১৮
৩. তদেব, পৃ. ৫১৬
৪. তদেব, পৃ. ৫২৬-৫২৭
৫. তদেব, পৃ. ৫২৬-৫২৭
৬. ভট্টাচার্য, অসিত (সম্পাদক),*তীব্র কুঠার: বিমল করের গল্পে জীবন ও মৃত্যু,* কলকাতা: ১৪০৩, শারদ সংখ্যা, পৃ. ৩৬৮
৭. কর, বিমল, *পঞ্চাশটি গল্প,* কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, পৃ. ৫৪৭
৮. তদেব, পৃ. ৫৩০